আদর্শ ও পরিকল্পিত ময়মনসিংহ বিনির্মাণে সেতুবন্ধ

নগরবার্তা

ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন প্রকাশনা
১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০২২
বঙ্গাব্দ ১৪২৮, হিজরী ১৪৪৩

মসিকের অগ্রযাত্রাকে আরও গতিশীল করবে নগরবার্তা

মোঃ ইকরামুল হক টিটু
মেয়র, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

ময়মনসিংহবাসীর বহুদিনের লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৮ সালের অক্টোবরে ময়মনসিংহ পৌরসভার সাথে বর্ধিত কিছু এলাকা নিয়ে সিটি কর্পোরেশন ঘোষণা করেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে একটি আধুনিক, বাসযোগ্য ও টেকসই নগরী বির্নিমাণে কাজ করছে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত পর্ষদ।

এ লক্ষ্যের পথে অগ্রযাত্রাকে আরও গতিশীল করতে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের ত্রৈমাসিক নিউজলেটার প্রকাশ হতে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে নগরবাসী সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন পরিকল্পনা, অগ্রযাত্রা, প্রাত্যহিক জীবনসংশ্লিষ্ট তথ্য ও ঘোষণা ইত্যাদি পেয়ে যাবেন, আবার একই সাথে নাগরিকগণের বক্তব্যও উঠে আসবে নগরবার্তার মাধ্যমে। ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন নগরবাসীর স্বাস্থ্য, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, মশক নিধন, সড়ক ও ড্রেন নির্মাণ, আলোকিতকরণ ইত্যাদি বিষয়ের উন্নয়নে কাজ করছে। এসব কাজে নগরবাসীর সচেতনতা এবং সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। নগরবার্তা জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং জনসম্পৃক্ততা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশা করি।

ময়মনসিংহ একটি দ্রুত বর্ধণশীল নগরী। প্রতিনিয়ত বহু মানুষের পদচারণায় যেমন মুখরিত হচ্ছে এ নগরী তেমন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যাপক গতিতে এগিয়ে চলেছে সিটির উন্নয়ন কাজ। আমাদের সকলের প্রত্যাশা প্রাণের এ নগরী আরো বাসযোগ্য হয়ে উঠুক, সড়কগুলো হোক প্রশস্ত, অবৈধ দখলমুক্ত, যানজট ও ধুলাবালিমুক্ত, ড্রেনগুলো থাকুক পরিস্কার ও প্রবাহমান, মশা ও অন্যান্য পোকামাকড় থাক নিয়ন্ত্রিত, শহর হয়ে উঠুক আরও সবুজ। সকল ময়মনসিংহবাসীর মত আমরাও এমন নগরের স্বপ্ন দেখি। নগরকে সেই স্বপ্নের পথে এগিয়ে নিতে নিরলস চেষ্টা করি। ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন দেশের সর্বশেষ গঠিত সিটি কর্পোরেশন হলেও কর্ম ও উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা প্রথম হতে চাই। এর জন্য আমাদের প্রচেষ্টার সাথে প্রয়োজন সকল নাগরিকের সহযোগিতা এবং উন্নয়ন অভিযাত্রায় অংশগ্রহণ। নগরবার্তা সেই অভিযাত্রায় নাগরিকগণকে সম্পৃক্ত করতে কাজ করবে। ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের মুখপত্র হিসেবে নগরবার্তা নাগরিক সেতুবন্ধ সৃষ্টির মাধ্যমে উন্নয়নের অন্যতম অনুসঙ্গ হয়ে উঠুক- এই প্রত্যাশা রইলো।

ঘোষণা

বর্ষা মওসুমের শুরুতেই দেশে ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ দেখা যায়। ডেঙ্গু জ্বর এডিস মশার কামড়ের মাধ্যমে সংক্রমণ ঘটে। এডিস মশা ফুলের টব, চিপসের প্যাকেট, টায়ার, ডাবের খোসা, নির্মাণাধীন বাড়ি ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানের জমে থাকা স্বচ্ছ পানিতে বংশবিস্তার করে। ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন এডিস মশার বিস্তার রোধে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যেহেতু এডিস মশা ঘর, আঙিনা বা চারপাশের জমে থাকা পানিতে বংশবিস্তার করে তাই নিজ ঘর ও আঙিনায় যেন পানি জমতে না পারে সে বিষয়ে সচেতন হতে হবে।

কারো নির্মাণাধীন ভবন, দোকান বা প্রতিষ্ঠানের জমে থাকা পানিতে এডিস মশার লার্ভা পাওয়া গেলে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে জরিমানার আওতায় আনা হবে।

সকলের সহযোগিতায় ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন এখন পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে এডিস মশার কামড়ে সৃষ্ট ডেঙ্গু থেকে মুক্ত রয়েছে। আগামীতেও যেন ময়মনসিংহ সিটি এলাকা ডেঙ্গুমুক্ত থাকে এজন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন মাননীয় মেয়র মোঃ ইকরামুল হক টিটু।

নাগরিক সেবা সহজীকরণে মসিকের কার্যক্রম ৩ অঞ্চলে বিভক্ত

২৭ সেপ্টম্বর ২০২০ গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ডসমূহকে ৩টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। ২০২১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর অঞ্চল-২ ও অঞ্চল-৩ এর কার্যক্রম উদ্বোধন করেন মাননীয় মেয়র মোঃ ইকরামুল হক টিটু। এছাড়াও অঞ্চল-১ এর কার্যক্রম নগর ভবন থেকে পরিচালনা করা হচ্ছে।

অঞ্চল –১ : ০১, ০২, ০৪, ০৬, ১১, ১২, ২৭, ২৮, ২৯ ও ৩০ নং ওয়ার্ড	কার্যালয় : নগর ভবন
অঞ্চল –২ : ০৩, ০৫, ০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১৬, ১৭,১৮, ৩১,৩২, ৩৩ নং ওয়ার্ড	কার্যালয় : কালিবাড়ী
অঞ্চল –৩ : ১৩, ১৪,১৫, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬ নং ওয়ার্ড	কার্যালয় : বয়ড়া

ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের প্রস্তাবিত নগর ভবন

ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রম এখন বিলুপ্ত পৌরসভার ভবন থেকেই পরিচালনা করা হচ্ছে। নাগরিকসেবা বৃদ্ধিতে ব্রহ্মপুত্র পাড় সংলগ্ন সিটি মার্কেট এলাকায় একটি ১৮ তলা ও একটি ১২ তলা টাওয়ার বিশিষ্ট আধুনিক নগরভবন নির্মাণের প্রস্তাব করেছে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন। প্রকল্পটি ইতোমধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রস্তাবিত নগরভবনের পরিকল্পনায় দাপ্তরিক কার্যক্রম সহজিকরণে বিভিন্ন ব্যবস্থার সাথে নাগরিক স্বাচ্ছন্দ এবং নাগরিক সেবাকে গুরুত্ব দিয়ে নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশে 'বঙ্গবন্ধু গ্যালারি'

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ ও বর্ণাঢ্য জীবন এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশে ময়মনসিংহের টাউনহলে এডভোকেট তারেক স্মৃতি মিলনায়তনে উদ্বোধন করা হয়েছে 'বঙ্গবন্ধু গ্যালারি'।

১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস বেলা ১১টায় গ্যালারির উদ্বোধন করেন ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এডভোকেট জহিরুল হক খোকা। টাউনহলে বঙ্গবন্ধু গ্যালারি নির্মাণের উদ্যোক্তা এবং অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোঃ ইকরামুল হক টিটু বলেন, বঙ্গবন্ধুকে ছাড়া বাংলাদেশ কল্পনা করা সম্ভব নয়। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনেই আমরা স্বাধীনতার পূর্ণাঙ্গ স্বাদ পেয়েছিলাম। তিনি যদি জন্ম না নিতেন তবে লাল সবুজের পতাকা নিয়ে বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারতাম না।

তিনি আরও বলেন, নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে জানতে হবে। বঙ্গবন্ধু গ্যালারি সকলের জন্য সে সুযোগ তৈরি করেছে।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধক এডভোকেট জহিরুল হক খোকা বঙ্গবন্ধু গ্যালারিকে সুন্দর, মনোমুগ্ধকর এবং ব্যতিক্রমী বলে মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধুকে জানা-বোঝা এবং বঙ্গবন্ধুর নীতি-আদর্শকে অনুধাবনে এ গ্যালারি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

যা যা রয়েছে বঙ্গবন্ধু গ্যালারিতে :

- বঙ্গবন্ধুর ছাত্রজীবন, রাজনৈতিক জীবন, পারিবারিক জীবন ও রাষ্ট্র পরিচালনাকালীন শতাধিক ছবি
- বঙ্গবন্ধুর বাণী, চিঠি
- বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বিশ্বনেতাদের মন্তব্য
- বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন ভাষণ ও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তৈরি বিভিন্ন ডকুমেন্টারির।

স্থান : এডভোকেট তারেক স্মৃতি মিলনায়তন, টাউনহল, গ্রাউন্ড ফ্লোর।
শুক্রবার ব্যতীত প্রতিদিন সকাল ০৯ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত খোলা থাকছে।

আদর্শ ও পরিকল্পিত ময়মনসিংহ বিনির্মাণে সেতুবন্ধ

নগরবার্তা

ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন প্রকাশনা
১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০২২
বঙ্গাব্দ ১৪২৮, হিজরী ১৪৪৩

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুক্তির মেলা-২০২২ এর প্রথম পুরস্কার মসিকের

১৭ থেকে ২৩ মার্চ ময়মনসিংহ সার্কিট হাউজ মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ৭ দিনব্যাপী স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুক্তির মেলা-২০২২। এ মেলার প্রায় ৭০ টি স্টলে ময়মনসিংহ জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। মেলায় স্টলে সেবা প্রদর্শন, সেবা প্রদান ও দিবসের আলোকে স্টল সজ্জিতকরণে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন প্রথম স্থান অর্জন করে।

২৩ মার্চ মেলা প্রাঙ্গণে আয়োজিত সমাপনী অনুষ্ঠানে ময়মনসিংহের বিভাগীয় কমিশনার শফিকুর রেজা বিশ্বাস প্রথম স্থান অর্জনের শুভেচ্ছা স্মারক মসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ ইউসুফ আলীর হাতে তুলে দেন। পুরস্কার গ্রহণকালে সচিব রাজীব কুমার সরকার, প্রধান ভাণ্ডার ও ক্রয় কর্মকর্তা অন্নপূর্ণা দেবনাথ সহ অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কিছু সাধারণ সেবার জন্য যোগাযোগ

সাধারণ তথ্য সেবা প্রদান

মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম
সহকারী সচিব
রুম নং-৬
মোবাইল : ০১৭১৫ ৭৫৮ ৯৩৩

ইমারতের নকশা অনুমোদন

মানস কুমার বিশ্বাস
নগর পরিকল্পনাবিদ
রুম নং : ২৮
মোবাইল : ০১৭১২ ২৮৮ ৪০১

দোকান বরাদ্দ ও হাট-বাজার ইজারা

জালাল উদ্দিন আহম্মেদ চৌধুরী
বাজার পরিদর্শক (চঃ সাঃ)
পুরাতন ভবন নীচতলা
মোবাইল : ০১৭১৮ ১৫৬ ০২০

সড়ক/বাতি রক্ষণাবেক্ষণ

মোঃ জিল্লুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)
রুম নং : ২৩
মোবাইল : ০১৭১১ ৪৭৮ ৩৫১

অসুস্থ রোগীদের জন্য পরিবহন/এম্বুলেন্স সরবরাহ

মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম
সহকারি সচিব
রুম নং : ০৬
মোবাইল : ০১৭১৫ ৭৫৮ ৯৩৩

নতুন হোল্ডিং, নামজারী ও মজুরী ফি

এম.এ হান্নান
এসেসর
রুম নং : ১৬
মোবাইল : ০১৭১৮ ৫৯১ ৮৬০

আড়াই বছর পেরিয়ে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

আড়াই বছরের কিছু বেশি সময়ের যাত্রায় ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন নাগরিকগণের সেবা বৃদ্ধি এবং জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

অবকাঠামো
- নতুন সড়ক নির্মাণ- প্রায় ৮০ কিলোমিটার
- নতুন ড্রেন নির্মাণ- ৪৩ কিলোমিটার
- সড়ক প্রশস্তকরণ- ১৫ টি

বিদ্যুৎ
- সড়কবাতি প্রতিস্থাপন প্রায় ৯০০০
- ১৭১ কিলোমিটার এলাকায় নতুন ৬ হাজার ৬৭৩ টি পোলসহ বাতি স্থাপনের কাজ চলমান আছে। কাজের অগ্রগতি প্রায় ৫০ ভাগ।

পানি
- গভীর নলকূপ স্থাপন- ১৫ টি
- নতুন পাইপ লাইন স্থাপন- ২৪ কিলোমিটার

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
- দৈনিক ব্যবস্থাপনাকৃত বর্জ্য ৫৫০ টন।
- শম্ভুগঞ্জ ডাম্পিং স্টেশনের পরিধি বৃদ্ধি এবং আবর্জনাময় পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ।
- ২৫০ টি হাসপাতাল ও ডায়াগনোস্টিক সেন্টারের মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা।
- পয়ঃবর্জ্যকে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাৎসরিক ১৪শত টন জৈবসার উৎপাদন।
- শহরকে পরিস্কার রাখতে রাত্রীকালীন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা চালুকরণ।
- দিনের বেলা যেখানে সেখানে বর্জ্য ফেলা রুখতে শহরের ৫০টি পয়েন্টে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন।

প্রসঙ্গ : নগরীর জলাবদ্ধতা

প্রকৃতিতে বর্ষাকাল সমাগত। বাংলার প্রকৃতিতে বর্ষা আসে রূপের পশরা সাজিয়ে। নগরজীবনে বর্ষা তার রূপের সাথে আর এক বিড়ম্বনা নিয়ে আসে–জলাবদ্ধতা। জলাবদ্ধতা জনভোগান্তি তৈরি করে, সম্পদের হানি ঘটায়।

সিটির জলাবদ্ধতা নিরসনে কাজ করছে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন। সিটিতে যেন জলাবদ্ধতা দেখা না দেয় এজন্য বর্ষার আগেই প্রস্তুতি নিয়েছে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন। ড্রেনসমূহ পরিস্কার, খালসমূহের সংস্কার ইত্যাদি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন। তবে সকলের সহযোগিতা ছাড়া জলাবদ্ধতা নিরসন সম্ভব নয়।

জলাবদ্ধতা নিরসনে–

- ড্রেনে ময়লা-আবর্জনা, প্যাকেট, বোতল, ওয়ান-টাইম চায়ের কাপ ইত্যাদি ফেলা থেকে বিরত থাকুন।
- সেচ, অন্য কৃষিকাজ বা যে কোন প্রয়োজনে খালসমূহের প্রবাহে বাঁধ দেওয়া থেকে বিরত থাকুন।
- খালের জমি দখল করে অবকাঠামো নির্মাণ করবেন না।
- ব্যক্তিগত প্রয়োজনে খালসমূহ সংকীর্ণ করবেন না।
- ভবন নির্মাণের সময় নির্মাণ বর্জ্য/পাইলিং-এর মাটি ড্রেনের ভেতর ফেলবেন না।
- নির্মাণসামগ্রী ড্রেনের উপর রাখবেন না।

জলাবদ্ধতা নিরসনে মসিকের উদ্যোগ

- ড্রেন, খালসমূহ পরিস্কারের পাশাপাশি সমগ্র সিটি কর্পোরেশনে ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক তৈরিতে কাজ করছে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন। এ বিষয়ে মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে কাজ চলছে।
- নতুন ওয়ার্ডসমূহের অবকাঠামো নির্মাণে ড্রেনকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে।
- খালসমূহের খনন পরিকল্পনা, দখল পরিস্থিতি ও করণীয় নিরূপনে একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের রিপোর্ট মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

জলাবদ্ধতা নিরসন একটি সামগ্রিক বিষয়। জলাবদ্ধতা নিরসনে সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রমের পাশাপাশি প্রতিটি নাগরিককে উদ্যোগী ভূমিকার মাধ্যমে এগিয়ে আসতে হবে। সকলের সহযোগিতায় সম্ভব জলাবদ্ধতার ভোগান্তি থেকে রক্ষা পাওয়া।

ইমারত নির্মাণে নকশা অনুমোদন প্রক্রিয়া

ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন ৭তলা পর্যন্ত ইমারতের নকশা অনুমোদন করে থাকে। নকশা অনুমোদন সহজীকরণের লক্ষ্যে চালু রয়েছে ওয়ানস্টপ সার্ভিস। ওয়ানস্টপ সার্ভিসে নাগরিকগণ তাদের আবেদনপত্র সংগ্রহ এবং আবেদনপত্র, লে-আউটপ্ল্যান এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা এবং চূড়ান্ত অনুমোদনের পরে সেই স্থান থেকে সংগ্রহ করেন।

ওয়ানস্টপ সার্ভিস রুমে দায়িত্বরত কর্মকর্তা/কর্মচারী আবেদনপত্র পরীক্ষান্তে রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ এবং হিসাব করে পে-অর্ডার জমা নিয়ে রেজিষ্ট্রারে লিপিবদ্ধ করেন। আবেদনপত্র সংক্রান্ত কোন ত্রুটি থাকলে ২ দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে ফোনে অবগত করা হয় এবং ওয়ানস্টপ সার্ভিস রুম থেকে দিন শেষে আবেদনপত্র লে-আউট প্ল্যানসহ সংশ্লিষ্ট সার্ভেয়ারের নিকট প্রেরণ করা হয়।

সংশ্লিষ্ট সার্ভেয়ার আবেদনপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরবর্তী প্ল্যান অনুমোদন কমিটির সভায় উপস্থাপনের জন্য যাবতীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ফাইল প্রস্তুত রাখেন এবং কোন ফাইলে ত্রুটি দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ আবেদনকারীকে ওয়ান স্টপ সার্ভিস রুমের মাধ্যমে ফোনে যোগাযোগ করে সংশোধনযোগ্য হলে সংশোধন করে নিয়ে থাকেন।

প্ল্যান অনুমোদন কমিটির সভায় উপস্থাপনের পর অনুমোদের জন্য সুপারিশকৃত আবেদনসমূহ ফিস, ভ্যাটসহ অন্যান্য কাগজপত্রাদি সংশ্লিষ্ট সার্ভেয়ারের মাধ্যমে নোটে উপস্থাপন করে নগর পরিকল্পনাবিদের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে মাননীয় মেয়রের নিকট চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়।

মেয়র কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদনের পর প্রধান প্রকৌশলী ছাড়পত্র ইস্যু করে ওয়ানস্টপ সার্ভিস রুমে প্রেরণ করেন।

ওয়ানস্টপ সার্ভিস রুমে দায়িত্বরত ব্যক্তি রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করে আবেদনকারীকে অনুমোদিত ছাত্রপত্র এবং ৩ কপি লে-আউট প্ল্যান সরবরাহ করেন।

ইমারত নির্মাণে নকশা অনুমোদের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র :

০১. আবেদনপত্র
০২. দলিলের ফটোকপি
০৩. হালনাগাদ খাজনা রশিদ
০৪. খারিজের ফটোকপি
০৫. ডিসিআর এর ফটোকপি
০৬. সাবমার্সিবল পাম্প স্থাপনের অনুমোদনের রশিদ
০৭. মাটি পরীক্ষা রিপোর্ট (৩ তলা থেকে তদুর্ধ্ব)
০৮. সুপারভিশন ইঞ্জিনিয়ারের প্রত্যয়নপত্র
০৯. নক্সা ৭ কপি
১০. ফিস বাবদ অগ্রীম পে অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট
১১. মোট ফিসের ১৫% ভ্যাট (প্ল্যান অনুমোদন সাপেক্ষে)

ঘোষণা

ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনে রাত্রীকালীন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা চালু রয়েছে। নাগরিকগণকে সন্ধ্যা ০৬ টা থেকে রাত ১০ টার মধ্যে নিজ নিজ বাসাবাড়ি বা দোকানের ময়লা নির্ধারিত স্থানে ফেলার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। দিনের বেলা এবং যত্রতত্র আবর্জনা ফেললে শহরে বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে দোষী ব্যক্তিকে জরিমানা করা হচ্ছে।

আসুন নির্ধারিত স্থানে এবং নির্ধারিত সময়ে ময়লা ফেলি, নিজের শহরকে পরিস্কার রাখি।

আদর্শ ও পরিকল্পিত ময়মনসিংহ বিনির্মাণে সেতুবন্ধ
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন প্রকাশনা
১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০২২
বঙ্গাব্দ ১৪২৮, হিজরী ১৪৪৩
নগর বার্তা

৭ মার্চে কণ্ঠে-তুলিতে বঙ্গবন্ধু

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ দিবস উপলক্ষে ময়মমনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের আয়োজনে জয়নুল উদ্যান বৈশাখী মঞ্চে বঙ্গবন্ধুকে জীবন ও কর্মের আলোকে চিত্রাঙ্কণ, ৭ মার্চের ভাষণ এবং বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা আবৃত্তির প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩ শত ছাত্রছাত্রী তাদের কণ্ঠে ও তুলিতে বঙ্গবন্ধুকে ফুটিয়ে তোলে। শিশুদের মাঝে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ছড়িতে দিতে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোঃ ইকরামুল হক টিটুর নির্দেশনায় এ আয়োজন করা হয়।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য বইমেলা

ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের আয়োজনে জয়নুল উদ্যান বৈশাখী মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় ৮ দিনব্যাপী বইমেলা। ২৫ মার্চে বইমেলা উদ্বোধন করেন স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ ও গবেষক যতীন সরকার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহের বিভাগীয় কমিশনার মোঃ শফিকুর রেজা বিশ্বাস।

জাতীয় পর্যায়ের ৩৬ টি প্রকাশনা সংস্থা এ-মেলায় অংশগ্রহণ করে। এছাড়া ময়মনসিংহের কবি সাহিত্যিক-লেখকদের জন্যও ছিল পৃথক একটি স্টল। ১ এপ্রিল পর্যন্ত প্রতিদিন বেলা ৩ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত মেলা প্রাঙ্গণ পাঠক, কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও শিক্ষার্থীর পদচারণায় ছিল মুখরিত। মেলা প্রাঙ্গণে প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হয় কুইজ, বিষয়ভিত্তিক আলোচনা, স্বরচিত কবিতা পাঠ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মেলায় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর সৌমিত্র শেখর, প্রখ্যাত সাহিত্যিক হরিশংকর জলদাস সহ ঋদ্ধ সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, কবি ও গবেষকগণ বিভিন্ন বিষয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

৩১ মার্চে বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত ময়মনসিংহের দুই কৃতি সন্তান ফোকলোরবিদ আমিনুর রহমান সুলতান এবং ছড়াকার আনজীর লিটনকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র মোঃ ইকরামুল হক টিটু।

এ সময় তিনি বলেন, প্রযুক্তি যতই আসুক বইয়ের আবেদন সবসময়ই গভীর। আমাদের শুধু ইট-কাঠ-পাথরের নগরী গড়লেই চলবে না, মনঃস্তাত্বিক উন্নয়ন সাধন করতে হবে। এ লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু গ্যালারি, বঙ্গবন্ধু চত্বর, এমএ মতিন লাইব্রেরী ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। আগামীতে প্রাথমিকভাবে প্রতিটি অঞ্চলে এবং পরবর্তীতে প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে লাইব্রেরি স্থাপন করা হবে।

জনভোগান্তি লাঘবে মসিকের ভ্রাম্যমাণ আদালত

জনভোগান্তি লাঘব এবং জনজীবনে শৃঙ্খলা বজায়ে রাখতে নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদলত পরিচালনা করছে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন। সড়ক ও ফুটপাতে অবৈধ দখল উচ্ছেদ, স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত, ভোক্তা অধিকার নিশ্চিতকরণ, অনুমোদিত পরিকল্পনা বর্হিভূত ভবন নির্মাণ রোধ, যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলা রোধ ইত্যাদি বিষয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ। জানুয়ারি থেকে মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত সময়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ ৩০২ মামলায় ১ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন।

মসিকের নারী উদ্যোক্তা মেলা

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে টাউন হল প্রাঙ্গণে নারী উদ্যোক্তা মেলার আয়োজন করে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন। মেলার ৩৩ টি স্টলে নারী উদ্যোক্তাগণ তাদের পণ্য প্রদর্শন করে। মেলার উদ্বোধন করেন ময়মনসিংহ উইমেন চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি লুসি আক্তারী মহল এবং উইমেন চেম্বার অব কমার্সের পরিচালক এবং মাননীয় মেয়রের সহধর্মিনী নাছিমা আক্তার মিলা। ১২ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত মেলা সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। প্রতিদিন শত শত নারী পুরুষের অংশগ্রহণে মেলা প্রাঙ্গণ ছিল মুখরিত। মাননীয় মেয়রের নির্দেশনায় এবং নারী কল্যাণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির তত্ত্বাবধানে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়াও ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি নগর ভবন থেকে শুরু হয়ে টাউনহলে সমাপ্ত হয়। র‍্যালিতে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র সহ অন্যান্য কাউন্সিলরগণ, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ ইউসুফ আলী সহ অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারিগণ, সিডিসি ক্লাস্টারের নারী নেত্রীবৃন্দ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

জার্মান রাষ্ট্রদূত এর মসিক সফর

৯ মার্চ বেলা সাড়ে ১২ টায় এক সৌজন্য সাক্ষাৎ এ ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন সফর করেন জার্মান রাষ্ট্রদূত আখিম ট্রোস্টার। মসিক মেয়রের দপ্তর কক্ষের মিনি কনফারেন্সে অনুষ্ঠিত এ সভায় মেয়র মোঃ ইকরামুল হক টিটুর পক্ষে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ ইউসুফ আলী প্রতিনিধিত্ব করেন।

অসুস্থতাজনিত কারণে এই সাক্ষাৎ-এ মেয়র উপস্থিত থাকতে না পারায় তিনি ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হয়ে জার্মান রাষ্ট্রদূতকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। এ সময় ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন সংশ্লিষ্ট দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়।

সফরকালে জার্মান রাষ্ট্রদূত এর সহধর্মিণী বেট্টিনা ট্রোস্টার, জার্মান এম্বাসীর এট্যাচে হান্নাহ সিফ, সিটি কর্পোরেশন এর প্যানেল মেয়র মোঃ আসিফ হোসেন ডন, সচিব রাজীব কুমার সরকার সহ বিভাগ ও শাখা প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

সরকারি শিশু পরিবারে শীতবস্ত্র বিতরণ

২৭ জানুয়ারি ময়মনসিংহ সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা) এর সকল শিশুকে নতুন শীতবস্ত্র প্রদান করেন ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন (মসিক) এর মেয়র মোঃ ইকরামুল হক টিটু। ময়মনসিংহ সরকারি শিশু পরিবারের হলরুমে মসিক মেয়রের পক্ষে এ শীতবস্ত্র তুলে দেন ১২ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মোঃ আনিসুর রহমান। শিশু পরিবারের মোট ৮৮ জন শিশুকে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এ সময় শিশু পরিবার (বালিকা) এর উপতত্ত্বাবধায়ক মোসাঃ নাজনীন নাহার, সিটি কর্পোরেশনের সমাজ সেবা কর্মকর্তা উম্মে হালিমা, প্রশাসনিক কর্মকর্তা কাঞ্চন কুমার নন্দী সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য এই শীতে শীতার্ত অসহায় মানুষের মাঝে ৩০ হাজার কম্বল বিতরণ করে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন।

মসিকে জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ

ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন (মসিক) এলাকায় ২০ থেকে ২৭ মার্চ পর্যন্ত নগরীর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের ২৮২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সিটির ৫ থেকে ১৬ বছর বয়সী স্কুলগামী, স্কুল বহির্ভূত, স্কুল থেকে ঝরে পড়া পথশিশু ও কর্মজীবী শিশুকে এক ডোজ কৃমিনাশক ওষুধ বিনামূল্যে সেবন করানো হয়। এ বছর ১ লক্ষ ৮ হাজার ৯১৭ শিশুকে একডোজ কৃমিনাশক ট্যাবলেট সেবনের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও সর্বমোট ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৯৪১ জন শিশুকে কৃমিনাশক ট্যাবলেট সেবন করিয়েছে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন।

মসিকের জাতীয় দিবস উদযাপন

যথাযোগ্য মর্যাদায় বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন করেছে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন। জানুয়ারি থেকে মার্চ ২০২২ সময়কালীন ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস, ২১ ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ৭ মার্চ দিবস, ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস, ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস, ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস ও স্বাধীনতার মাস মার্চ উপলক্ষে মাসব্যাপী নানা আয়োজনের মাধ্যমে দিবসসমূহকে পালন করেছে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন।

আদর্শ ও পরিকল্পিত ময়মনসিংহ বিনির্মাণে সেতুবন্ধ

নগর বার্তা

ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন প্রকাশনা
১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০২২
বঙ্গাব্দ ১৪২৮, হিজরী ১৪৪৩

ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নে ১৬৭৫ কোটি টাকার প্রকল্প

বর্তমান ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন বিলুপ্ত ময়মনসিংহ পৌরসভার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার আগে বিলুপ্ত ময়মনসিংহ পৌরসভার আয়তন ছিল ২১ দশমিক ৭৩ বর্গকিলোমিটার। তখন ওয়ার্ড ছিল ২১টি, জনসংখ্যা ছিল প্রায় চার লাখ। ২০১৮ সালের ১৪ অক্টোবর সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার ফলে আয়তন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯০ দশমিক ১৭ বর্গকিলোমিটারে। বর্তমানে সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড সংখ্যা ৩৩টি, জনসংখ্যা প্রায় ৮ লাখ। ফলে অবকাঠামো উন্নয়ন ও নাগরিক সেবার চাহিদা ব্যাপকভাবে বেড়েছে এই সিটিতে। বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদ ও চরাঞ্চল থেকে আসা সিটির নতুন ওয়ার্ডসমূহে খুবই দুর্বল অবকাঠামো থাকায় সেখানে উন্নয়নের ব্যপক চাহিদা রয়েছে। নতুন নতুন সড়ক ও ড্রেন নির্মাণ, ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক সংস্কার ও পুনঃনির্মান ছাড়াও ব্রিজ, কালভার্ট ও ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণের প্রয়োজন তৈরি হয়েছে। এরই প্রেক্ষাপটে ২০২০ সালের ৭ ডিসেম্বর ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের সড়ক উন্নয়ন ও ড্রেনেজ নেটওয়ার্কসহ নাগরিক সেবা উন্নতকরণ' শীর্ষক একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়, যার বরাদ্দের পরিমাণ ১ হাজার ৫৭৫ কোটি টাকা।

এ প্রকল্পের অধীনে ৪৭৪ দশমিক ৮২ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ, ৩৪৫ দশমিক ৫৩ কিলোমিটার ড্রেন নির্মাণ ও ১৬ দশমিক ৬৭ কিলোমিটার ফুটপাত নির্মাণের কাজ রাখা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় আরও রয়েছে ৩৭ দশমিক ৫৯ কিলোমিটার রিটেইনিং ওয়াল ও ১ দশমিক ১০ কিলোমিটার রোড ডিভাইডার নির্মাণ, তিনটি ব্রিজ নির্মাণ, ১৩টি কালভার্ট ও ছয়টি ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণের কাজ। ইতোমধ্যে সিটির বিভিন্ন এলাকায় এ প্রকল্পের আওতায় উন্নয়ন কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। প্রকল্পটি ২০২৪ সালের ডিসেম্বর নাগাদ শেষ হবার কথা রয়েছে।

উন্নয়নকাজের উদ্বোধন (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২২)

১. **০২ জানুয়ারি, ২০২২ :** ৩২ ও ৩৩ নং ওয়ার্ডে ৪৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৫টি সড়কের নির্মাণ কাজ উদ্বোধন। এসব সড়কের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ২৫ কিলোমিটার।

২. **৪ জানুয়ারি, ২০২২ :** ২৩ নং ওয়ার্ডে ১১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬ সড়কের নির্মাণকাজ উদ্বোধন, যার মোট দৈর্ঘ্য প্রায় সাড়ে ৫ কিলোমিটার।

৩. **৯ জানুয়ারি, ২০২২ :** ময়মনসিংহ জেলা আইনজীবী সমিতির ৪, ৫ ও ৬ নং ভবন এলাকার পাকা রাস্তা, ড্রেন ও পাবলিক টয়লেট উদ্বোধন।

৪. **২২ জানুয়ারি, ২০২২ :** ৩১ নং ওয়ার্ডে ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪টি রাস্তার নির্মাণকাজ উদ্বোধন। এসব সড়কসমূহের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় সাড়ে ৭ কিলোমিটার।

৫. **২৫ জানুয়ারি, ২০২২ :** ২২ নং ওয়ার্ডে প্রায় সাড়ে ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫ টি সড়ক এবং ১টি ড্রেনসহ ফুটপাতের নির্মাণকাজ উদ্বোধন। এসব সড়কের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় আড়াই কিলোমিটার এবং ড্রেনসহ ফুটপাত ৬০০ মিটার।

৬. **০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ :** ১১ নং ওয়ার্ডে প্রায় ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ১ টি আরসিসি ড্রেন সহ আরসিসি রাস্তার নির্মাণ কাজ উদ্বোধন, যার মোট দৈর্ঘ্য ৭৯০ মিটার।

মাস্ক ক্যাম্পেইন

করোনা সংক্রমণ রোধে সিটির ১১ টি জনবহুল স্থানে পরিচালনা করা হয় মাস্ক ক্যাম্পেইন। ২৬ জানুয়ারি বুধবার গাঙ্গিনাপাড় ট্রাফিকমোড়ে এ ক্যাম্পেইন উদ্বোধন করেন মাননীয় মেয়র মোঃ ইকরামুল হক টিটু। এ সময় তিনি স্থানীয় জনসাধারণ এবং মার্কেটে মাস্ক বিতরণ করেন।

গাঙ্গিনাপাড় ছাড়াও চরপাড়া, মাসকান্দা বাসস্ট্যান্ড, ব্রিজ মোড়, শম্ভুগঞ্জ বাজার, টাউনহল, নতুনবাজার, রেল স্টেশন মোড়, জিরো পয়েন্ট, ত্রিশাল বাসস্ট্যান্ড এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শেষ মোড়ে মাস্ক ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়। এ ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে ৩০ হাজার মাস্ক বিতরণ করা হয়।

উল্লেখ্য করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে ৩ লক্ষাধিক মাস্ক বিতরণ করেছে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন।

সিটির পরিকল্পনায় রয়েছে 'শেখ রাসেল থিম পার্ক'

চিত্তবিনোদনের পরিসর আরও বৃদ্ধি করতে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন প্রায় ৪০ একর আয়তনের 'শেখ রাসেল থিম পার্ক' নামে একটি বিনোদন কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করেছে। প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

পার্ক বা উন্মুক্ত বিনোদন কেন্দ্র যেকোন শহরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ। শিশুর বিকাশ, দৈনন্দিন যান্ত্রিক জীবনের ক্লান্তি দূর, সামাজিক মিলনস্থল ইত্যাদি নানা কারণে পার্ক যে কোন শহরের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।

ময়মনসিংহ শহরে মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য জয়নুল উদ্যান, বিপিন পার্ক-ই নগরবাসীর একমাত্র ভরসা। কিন্তু পার্ক দুইটির আকার ও সুবিধা নগরবাসীর চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। যেকোন উৎসব বা ছুটির দিনে এ পার্ক দুইটি হয়ে ওঠে হাজারো মানুষের একমাত্র বিনোদন ঠিকানা। এর প্রেক্ষাপটে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন শেখ রাসেল থিম পার্ক নামে একটি বৃহৎ, নান্দনিক এবং পূর্ণাঙ্গ বিনোদনকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করেছে। প্রস্তাবিত এ থিম পার্কের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন এমিউজমেন্ট রাইড, যেমন-ট্রেন, রোলার কোস্টার, ফ্লাইং ডাচম্যান, পাইরেট শিপ, ড্রপ টাওয়ার, বাফেলো কোস্টার, বিভিন্ন ওয়াটার রাইড ইত্যাদি। প্রস্তাবিত পার্কে মানুষ যেন নিরবচ্ছিন্ন সুন্দর সময় কাটাতে পারে এজন্য থাকবে বিস্তীর্ণ পরিকল্পিত সবুজের সমারোহ এবং বসার ব্যবস্থা। পরিকল্পনায় থিম পার্কের মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে একটি লেক, যেখানে নৌকায় করে পানি আর প্রকৃতির মাঝে ঘুরে বেড়ানো যাবে। লেকের অন্যপাশে থাকবে চিড়িয়াখানা। এতে থাকবে বিভিন্ন বন্য পশুপাখি, একুয়ারিয়াম এবং ওয়েটল্যান্ড। পার্কে ঘুরে যদি কেউ ক্ষুধার্ত বা ক্লান্ত অনুভব করেন এর জন্য পার্কের বিভিন্ন স্থানে থাকবে রেস্টুরেন্ট। এছাড়াও, পরিকল্পনায় রয়েছে শেখ রাসেল আর্ট গ্যালারি, ফুড লাউঞ্জ, কনফারেন্স হল, লিভিং কটেজ, সুইমিং পুল ইত্যাদি।

প্রকল্পটি অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন হলে ময়মনসিংহের সার্বিক বিনোদন ব্যবস্থা এবং শিশু বিকাশে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হবে।

মসিকের উদ্যোগে উচ্চ রক্তচাপ স্ক্রিনিং

ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে সিসিডি ও সেভ দ্যা চিলড্রেনের সহযোগিতায় সিটির ১৫ টি ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্পটে ৬ টি ভ্রাম্যমাণ টিমের মাধ্যমে উচ্চরক্তচাপ স্ক্রিনিং করা হচ্ছে। ২৯ মার্চ মঙ্গলবার বেলা ১১ টায় জয়নুল উদ্যান বৈশাখী মঞ্চে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ ইউসুফ আলী।

এ কার্যক্রমে নাগরিকবৃন্দকে উচ্চরক্তচাপ পরিমাপের সাথে ওজন পরিমাপ ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরামর্শ ও ঔষধ প্রদান করা হচ্ছে। ১, ৪, ৫, ৭, ৮, ৯, ১৫, ১৭, ১৯, ২৩, ২৭, ২৯ ও ৩২ নং ওয়ার্ডে এ কার্যক্রম চলছে। প্রাথমিকভাবে এ কার্যক্রম এপ্রিল ও মে মাসব্যাপী চলমান থাকবে।

গণটিকা কার্যক্রম

করোনা থেকে সুরক্ষায় সকল মানুষকে কোভিড ১৯ টিকাদানের আওতায় আনতে মাননীয় মেয়র মোঃ ইকরামুল হক টিটু সুনির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে টিকাদান ক্যাম্পেইন পরিচালনার নির্দেশ দেন। এরই প্রেক্ষিতে ২৯ থেকে ৩১ জানুয়ারি তিনদিন নতুন বাজারে এবং মেছুয়া বাজার পেঁয়াজ মহল ২য় তলায় বাজারকেন্দ্রীক মানুষকে টিকা দিতে বিশেষ ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়। স্পট রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে স্পটেই টিকা নেন নাগরিকগণ।

১ থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মাসকান্দা কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এবং পাটগুদাম আন্তঃজেলা বাসস্ট্যান্ডে পরিবহন শ্রমিক ও সংশ্লিষ্টদের টিকার আওতায় আনতে পরিচালিত হয় স্পট রেজিস্ট্রেশনসহ টিকা ক্যাম্পেইন। পরবর্তীতে ৭ থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি জোনভিত্তিক ওয়ার্ড কার্যালয়ে চলে টিকা ক্যাম্পেইন। রিক্সা, অটো, ভ্যানচালক ও ভাসমান জনগোষ্ঠীকে টিকাদানে ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ওয়ার্ড কার্যালয়সহ নগরীর জনবহুল ৮ টি স্থানে পরিচালিত হয় টিকা ক্যাম্পেইন, যা ২৮ ফেব্রুয়ারি শেষ হয়। কওমী শিক্ষার্থীদের টিকাদানের আওতায় আনতেও পরিচালিত হয় বিশেষ ক্যাম্পেইন। ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের টিকা কার্যক্রমে নগরীর টিকা পাওয়ার যোগ্য প্রায় ৮০ ভাগ মানুষকে কোভিড-১৯ টিকা প্রদান করা হয়েছে। মার্চ ২০২২ পর্যন্ত প্রায় ৪ লক্ষ ৬৪ হাজার মানুষকে ২ ডোজ কোভিড-১৯-এর টিকা প্রদান করা হয়েছে। একই সাথে ২ ডোজ কোভিড-১৯ টিকা প্রাপ্তদের বুস্টার ডোজ টিকা প্রদান করা হচ্ছে।

সম্পাদক : শেখ মহাবুল হোসেন রাজীব, জনসংযোগ কর্মকর্তা ॥ প্রকাশক : জনসংযোগ শাখা, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন ॥ যোগাযোগ : ফোন : ০১৩১৮ ৩২০ ৩৬০ ॥ e-mail : pro.2018mcc@gmail.com
মুদ্রণ : সবুজ প্রাঙ্গণ, ৯ আমপট্টি রোড, ময়মনসিংহ। মোবাইল : ০১৭৭৭ ৫৩২ ১৪৪